43

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষার মানোন্নয়নে যা অপরিহার্য

হারাধন গাঙ্গুলী

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা '৯৫ সম্প্রতি শেষ হলো। কোথাও তেমন কোন বড় ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যেতে পারত, এমনটি ঘটেনি। বন্যা পরীক্ষা নেয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন আশঙ্কা করা হলেও যেভাবেই হোক উতরে গেছে। পরীক্ষা হয়েছে একটানা, নিরবচ্ছিন্নভাবে। হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে চারটি বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ। তবে বেশি হাঁফ ছেড়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ, পরীক্ষা পরিচালন কমিটি ও পরিদর্শক শিক্ষকগণ। কারণ মাঠ পর্যায়ে রয়েছেন তাঁরা। পরিদর্শক শিক্ষকদের অবস্থা ত্রাহিত্রাহি। যত দোষ নন্দ ঘোষ তো আছেই, তাছাড়া আছে বিভিন্ন বিবেচনায় 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'র মতো অবস্থা।

সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনে জনসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যিকতাকে মৌলিক উপাদান হিসাবে আমরা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছি। আমরা বলছি শিক্ষাদান, শিক্ষা পাওয়া শুধু মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যই নয়— শিক্ষা খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ উন্নয়নের ধারায় সর্বোচ্চ আউটপুট নিয়ে আসবে। একেবারে পরিমাণগত গাণিতিক বিশ্লেষণও করা হচ্ছে এখানে। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর এবং বিশেষ করে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সার্বিক মান কোথায় ছিল তা ভাবলে উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত না হবার কোন কারণ দেখছি না। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, শিক্ষার মান যে স্তরে গিয়ে নেমেছে, মনে হয় এর থেকে আর নিচে নামা সম্ভব নয়।

পরীক্ষায় 'জনমত গঠনের বাহন' আসলে 'জনমত গঠনের গুরুত্ব' লিখলে কিংবা 'সরকারের শাসন বিভাগের কার্যাবলী' আসলে 'বিচার বিভাগের কার্যাবলী লিখলে চলবে' কি না এ প্রশ্ন করে বসেছে পরীক্ষার্থীরা। ইংরেজী পরীক্ষার উদাহরণ এখানে নাইবা তুললাম। ওরা যে পারছে না তার চেয়েও দুশ্চিন্তার যে বিষয়টি তা হলো সাধারণভাবে ন্যূনতম ''কমনসেন্স''-এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে ব্যাপকভাবে। একে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আমি বলছি না আমার পর্যবেক্ষণ বা উপলব্ধির ব্যতিক্রম নেই। অবশ্যই আছে এবং তা আমার ধারণাকে বা বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না।

সার্বিক শিক্ষা তো বটেই, উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মানের এই আশঙ্কাজনক ক্রমাবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে শুধু দু'-একটি কারণ চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। এর কারণ বহুমাত্রিক। আজকে পড়া এবং পড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সঙ্কোচনশীল (স্কুইজ) প্রক্রিয়া সক্রিয় প্রবহমান। প্রতিটি বিষয়ে উচ্চ নম্বর কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট করে যেমন শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর পাইয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা সংবলিত নোটদান এ মর্মে প্রচারণা; কলেজ গেটগুলোতে সাইনবোর্ড প্রদর্শন, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের কম সময়ে কম পড়িয়ে অধিক সাফল্য এনে দেবার বিচিত্র প্রতিশ্রুতি এবং হাজারো গাইড বইয়ের প্রকাশ শিক্ষার মানের এই অধোগতির অন্যতম কারণ। এ সবকিছুই শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সঙ্কোচনশীল, প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। মুক্তবাজারের কোন বিকৃতি যদি কোথাও দেখা দিয়ে থাকে, তা আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গাইড বইয়ের প্রকাশনা এবং এর বিপণন ব্যবস্থা ও হাজার হাজার কোচিং সেন্টারের সেবামূলক বাজার ব্যবস্থাতেই তা প্রকাশমান। প্রতিযোগিতা আছে প্রকট কিন্তু দক্ষতা নিম্নাভিমুখী। মনে হয় মূল বইপড়া এখন নিষিদ্ধ। পড়া এবং পড়ানো হয় প্রশ্ন গুনে গুনে। চটি গাইডে প্রকাশিত গ্যারান্টিযুক্ত গুটিকয়েক প্রশ্নের সাজেশন তারকাখচিত ফল এনে দেবার সোনার হরিণ পরীক্ষার্থীদের হাতছানি দেয়। ফলে পরীক্ষার হলে প্রশ্নের সামান্য পরিবর্তন বা 'ক' সেট থেকে 'খ' সেট হলেই অনেক পরীক্ষার্থী চোখে সরষে ফুল দেখে। পরীক্ষার্থীদের সর্বনাশ হলে কি হবে, বিভিন্নভাবে এবং কায়দায় এসব কোচিং সেন্টার এবং গাইড বইয়ের প্রকাশকরা টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছে। ব্যবসা তাদের জমজমাট। এ যেন আমাদের লোকজ জীবনে ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক চিকিৎসা সাফল্যের ভেলকির মতো। কি যাদু আছে ওদের— যাতে ওরা ৮০%-৮৫% নম্বর পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া এবং প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার।

শিক্ষার মানোন্নয়নে সুষ্ঠু শিক্ষা পরিবেশ অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে আজকের প্রেক্ষাপটে ছাত্ররা কার নিয়ন্ত্রণে? শিক্ষকদের, না রাজনৈতিক নেতা ও সংসদের ছাত্র নেতাদের!

আমার এক শিক্ষক বন্ধু এ প্রশ্নটি করেছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক এক অভিজ্ঞতা থেকে। সম্প্রতি সমাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বন্ধুটি একটি কলেজে পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। একদিন পরীক্ষা চলাকালে দায়িত্ব পালনরত অধ্যাপক বন্ধুটি দেখলেন জনৈক ছাত্রনেতার পরীক্ষা হলের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবার সাথে সাথে পরীক্ষার্থীরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল। নেতা তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল; পরীক্ষা দিতে কোন সমস্যা আছে কি না জানতে চাইল এবং সব শেষে কর্তব্যরত শিক্ষকদের প্রচ্ছন্ন নির্দেশের ভঙ্গিতে পরীক্ষার্থীদের 'দেখভাল' করতে বলে চলে গেল। এর কিছুক্ষণ পরেই পরীক্ষার্থীদের নিজ কলেজের অধ্যক্ষ জেলা প্রশাসনের একজন উর্ধতন কর্মকর্তাকে নিয়ে কক্ষে আসলেন। ঘুরলেন। দেখলেন। পরীক্ষার্থীরা নির্বিকার। উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর ন্যূনতম বোধ তাদের জাগল না। বিষয়টি সামান্য এবং তাৎক্ষণিক। কিন্তু এর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অভিঘাত সুদূরে। এ থেকেই প্রশ্ন ওঠে— ছাত্ররা এখন কার নিয়ন্ত্রণে? কেন এমন হলো? কে দায়ী?

শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল তথা গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়ন উপযোগী করতে হলে উল্লিখিত প্রশ্নটিকে ঘিরে যে সমস্যা তার সমাধানও করতে হবে। যে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বা কলেজ সংসদ নেতৃবৃন্দ সাধারণ ছাত্রদের আনুগত্য পাচ্ছে তার কারণে রয়েছে এমন; সমস্ত সুযোগ-সুবিধা করে দেবার প্রতিশ্রুতি যা শিক্ষার গুণগতমান বিকাশের অন্তরায়। আমরা এর অবসান চাই। প্রতিটি কলেজের অধ্যক্ষ এ অবস্থার অবসান চান। তাঁরা এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে জানিয়ে দিয়েছেন এক বৈঠকে। ''আগে শিক্ষা পরে রাজনীতি''— আমরা চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি বাস্তবায়িত হোক।

যোদ্দাকথা, শিক্ষার প্রশ্নে কোন আপোস চলতে পারে না। তিনি যে দলেই থাকুন, পক্ষ-বিপক্ষ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে দেশের কল্যাণকামী প্রতিটি মানুষকেই শিক্ষার প্রশ্নে একমত থাকতে হবে। এখানে কোন 'শর্টকাট মেথড' নেই। ব্যক্তির উর্ধে দেশ। দেশকে বাঁচাতে হলে, শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে এবং একে যুগোপযোগী গতিময় করতে হবে। আর এখানে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ওপর।

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। সে প্রসঙ্গেই বলতে চাই, শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কি কি করণীয় তা চিহ্নিত করা এবং সে মর্মে কাজ করে যাওয়া। তাঁরা শুধু পেশাগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে কিছু করবেন না, সমাজ তা মেনে নেবে না। তাঁদের কাছে সমাজ এটি প্রত্যাশাও করে না।

পরিশেষে বলতে চাই, শিক্ষার মান নামছে এবং আশঙ্কাজনকভাবে দ্রুত নামছে, এটা সত্য। এর কারণ একমাত্রিক, এক রৈখিক নয়, বহুমাত্রিক— এটাও সত্য। সুতরাং এর সমাধানে চাই ঐকমত্যভিত্তিক এক সামাজিক জাগরণ, চাই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ, সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, সততা, আন্তরিকতা এবং একটি সমন্বিত কাজের গতিময়তা।